যুগান্তর

তারিখ ... 4 JUL 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

পীরগঞ্জে ৩৫ বিদ্যালয়ে কোটি টাকার নিয়োগ বাণিজ্য

শেলাব কবির বিন্দু, পীরগঞ্জ (রংপুর) থেকে

রংপুরের পীরগঞ্জে ৩৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দফতরি কাম নৈশ প্রহরী নিয়োগে কোটি টাকার বাণিজ্যের অভিযোগ উঠেছে। উপজেলার পাঁচ শিক্ষক নেতা নিয়োগের অনুমোদন কমিটির নামে প্রায় ২৮ লাখ টাকা উত্তোলন করেছেন বলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক শিক্ষক জানিয়েছেন। ১৭টি বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে উৎকোচসহ বিচিত্র অভিযোগ দাখিল করা হলেও নিয়োগ সম্পন্ন করা হয়েছে। জানা গেছে, শিক্ষা বিভাগের অধীনে পিইডিপি-৩ প্রকল্পের আওতায় পয়েন্টের মাধ্যমে প্রথম পর্যায়ে উপজেলার গালাবাড়ি, পাদপড়, ভেণ্ডাবাড়ি, লোনবাড়ি, বড়বরাহ, ডাঙ্গিপাড়া, ছোট নির্জপুর, সুন্দুপুর, রতিপুর, শাবপুর, খালাপাড়া, আদিরাবাদ, সুজাপাড়া, টুকুরিয়া, খড়ি, পঞ্চিচড়া, বাঁশ পুকুরিয়া, নথারপাড়া, রায়পুর, বাহাদুরপুর, পীরগঞ্জ আদর্শ, বর্ধনপুর-২, সারজী গঙ্গারামপুর, গনেরহাট, গাজারপুর, জোতিয়াগা, জাহাঙ্গীরাবাদ, দুর্গাবিটিপুর, কালুরগঞ্জ, খেজুরতপুর, হাটিয়াপুর, কাঁঠালপাড়া, দাদপীর, বিজপুরসহ ৩৭টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দফতরি কাম নৈশ প্রহরী নিয়োগের আবেদন গ্রহণ করা হয়। নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের সভাপতি, প্রধান শিক্ষক ও প্রতিনিধির সরকারী শিক্ষা অফিসারের সমন্বয়ে তিন সদস্যবিশিষ্ট বোর্ড গঠন করা হয়। এই বোর্ড ১৯ থেকে ২৬ জানুয়ারি মধ্যে উল্লেখিত বিদ্যালয়ে প্রাথমিক মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে তিনজনের প্যানেল তৈরি করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে পাঠায়। প্যানেলের ১নং প্রার্থীর কাছ থেকে নিয়োগ বাবদ টাকা থেকে চার লাখ টাকা পর্যন্ত উৎকোচ নেয় বলে ভুক্তভোগীরা জানিয়েছেন। এভাবেই প্রায় কোটি টাকার নিয়োগবাণিজ্য হয়েছে। যে ১৭টি বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণ, শিক্ষাগত যোগ্যতা, সম্পত্তির আবেদন গ্রহণ না করা, স্বজনপ্রীতি, বিজ্ঞাপন গোপন রাখা, কাজের অভিজ্ঞতার বাইরের প্রার্থী, ভুয়া সনদপত্রসহ বিভিন্ন অনিয়মের প্যানেল তৈরির অভিযোগে লিখিত অভিযোগ শিক্ষা অফিসে দাখিল করা হয়েছে। এতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ অপর সরকারী শিক্ষা অফিসার নিয়ে তদন্ত করা হয়। এ ব্যাপারে তদন্তকারী কর্মকর্তা সরকারী শিক্ষা কর্মকর্তা শামসুল হক জানান, ১০টি বিদ্যালয়ে তদন্ত করে অভিযোগের বেশির ভাগেরই সত্যতা পেয়েছি, প্রতিবেদন দিয়েছি। অপরদিকে উপজেলার পাঁচজন শিক্ষক নেতা ও শিক্ষা কমিটির একজন সদস্য উপজেলা শিক্ষা কমিটির নামে উল্লেখিত বিদ্যালয়ের মধ্যে ২৮টির কাছ থেকে প্রায় ২৮ লাখ টাকা উত্তোলন করেছেন। এ ব্যাপারে উপজেলা শিক্ষা কমিটির সদস্য নথারপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোজাফফর হোসেন বলেন, আমার বিরুদ্ধে টাকা তোলার অভিযোগ সত্য নয়। তবে শিক্ষক-কর্মচারীদের সমস্যা হলে সমন্বয় করতে হয়। একই কথা বলেন, রংপুর জেলা শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, শিক্ষক নেতা দুর্গাবিটিপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ, গালাবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নুরে আলম বাবলা। নাম না প্রকাশের শর্তে এক চাকরিপ্রার্থী বলেন, জমি বিক্রি করে তিন লাখ টাকা দিয়ে চাকরি নিয়েছি। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রফিকুল হক বলেন, নিয়োগের নামে উৎকোচ নেয়ার কথা লোক মুখে শুনেছি। যেসব স্কুলের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, সেগুলোর তদন্ত করে ৩৫টিতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। দুটির ব্যাপারে জেলা কমিটিতে প্রেরণ করা হয়েছে।

> পাঁচ শিক্ষক নেতা নিয়োগের অনুমোদন কমিটির নামে প্রায় ২৮ লাখ টাকা উত্তোলন করেছেন